১/৪/২০০১

ভোরের কাগজ

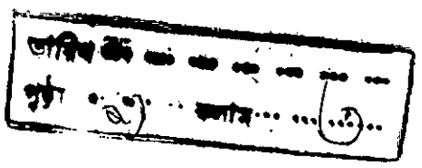

গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ

২৬ শিক্ষক কর্মচারী বিপাকে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : জাতীয়করণের পর আত্মীকরণ না করায় বিপাকে পড়েছেন গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের ২৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী।

শহরের উপকণ্ঠে ১৯৮৫ সালে জেলার মহিলাদের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন কলেজটি সুখ্যাতির সঙ্গে চালু থাকার এক পর্যায়ে কলেজটিকে জাতীয়করণ করার দাবি ওঠে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ কলেজটি জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়। বিগত '৯৬ সালের ৮ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী '৯৭ সালের ৬ মার্চ কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে একই বছরের ১৬ অক্টোবর এ কলেজে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি করা হয়। এরই ভিত্তিতে বিগত ১৫ জানুয়ারি মন্ত্রণালয় কলেজের ৪৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২২ জন শিক্ষকের চাকরি আত্মীকরণ করে এবং তাদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষসহ ৫ জন শিক্ষক ও ২১ জন কর্মচারীকে আত্মীকরণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ রাখা হয়। এ অবস্থায় বাদ পড়া শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের চাকরি আত্মীকরণপূর্বক এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত জটিলতার কারণ দেখিয়ে তাদের নিয়োগদান বন্ধ রাখা হয়। পরে এসব অশিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষক গত ৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাদের চাকরি আত্মীকরণের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু অদ্যাবধি এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এসব শিক্ষক-কর্মচারী এখন চাকরির অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। সরকারি বেতন-ভাতা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

দীর্ঘদিন চাকরি করেও বৈষম্যের শিকার হওয়ায় আত্মীকরণ বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ দাস বাদী হয়ে শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বিবাদী করে সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন।